গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য অধিদপ্তর, সংগ্রহ বিভাগ
১৬, আবদুল গণি রোড, ঢাকা।
www.dgfood.gov.bd

স্মারক নম্বর ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.১৬৯.১৯.**২০৬(৭১)** তারিখঃ **২৭/০১/২০২০** খ্রি.

বিষয় : অভ্যন্তরীণ আমন সংগ্রহ-২০১৯-২০ এর আওতায় প্রকৃত কৃষকের নিকট থেকে ধান সংগ্রহ জোরদারকরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, চলতি আমন সংগ্রহ অভিযান- ২০১৯-২০২০ এর আওতায় সারাদেশে ৬,২৬,৯৯১ মেঃ টন ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ধান সংগ্রহ কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে খাদ্য অধিদপ্তর থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রতিদিনই খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন কর্মকর্তাগণ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের টেলিফোনে নির্দেশনা/পরামর্শ দিয়ে আসছেন। কিন্তু ২৬/০১/২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সারাদেশে মাত্র ২,৪০,৬৪৭ মেঃ টন ধান সংগ্রহ হয়েছে যা কাঙ্খিত নয়। রাজশাহী, রংপুর ও খুলনা বিভাগে সংগ্রহ অগ্রগতি কিছুটা আশাব্যঞ্জক হলেও ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল ও সিলেট বিভাগে ধান সংগ্রহের চিত্র মোটেও সন্তোষজনক নয়।

এমতাবস্থায়, ইতঃপূর্বে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহের অনুবৃত্তিক্রমে নিম্নোক্ত নির্দেশনা দেওয়া হলোঃ

(১) সংগৃহীত ধান যাতে গুদামে দীর্ঘদিন পড়ে না থাকে তজ্জন্য ধান মিলিং ত্বরান্বিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে খামাল গঠন সম্পন্ন হওয়ার পর সংগ্রহ নীতিমালা অনুযায়ী এর মান দ্রুত বিশ্লেষণ করে মিলিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। এতদবিষয়ে ১২/০১/২০২০ খ্রি. তারিখের ৫৯ নং স্মারকের (১) উপদফায় প্রদত্ত নির্দেশনা শিথিল করা হলো;

(২) ইতঃপূর্বে লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত কৃষক তালিকায় সকল কৃষক এখনও ক্রয়কেন্দ্রে ধান নিয়ে না আসায় সেই তালিকা বহাল রেখে ৩১/০১/২০২০ তারিখের মধ্যে পূর্বের ন্যায় আরও একটি কৃষক তালিকা প্রণয়ন করতে হবে। এভাবে পুরাতন ও নতুনভাবে প্রনীত তালিকা সমন্বয় করে কৃষকদের নিকট থেকে ধান সংগ্রহ করা যাবে;

(৩) কৃষক প্রতি বিক্রয় পরিমাণ স্থানীয় পরিস্থিতি বিবেচনা করে উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটিগুলো নির্ধারণ করতে পারবে;

(৪) যে সকল উপজেলায় ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ জরুরিভিত্তিতে সংগ্রহ নীতিমালা ৮(খ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দ্রুত আন্তঃজেলা সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা সমন্বয় করে ঐ সকল উপজেলায় নতুনভাবে লক্ষ্যমাত্রা প্রদান করবেন। কোন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট বরাদ্দযোগ্য ধান না থাকলে তিনি জেলা সংগ্রহ কমিটির সভাপতিকে অবহিত করে দ্রুত আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট ধানের বরাদ্দ চাইবেন। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের নিকট বরাদ্দযোগ্য ধান না থাকলে তিনি দ্রুত অধিদপ্তরের নিকট ধানের বরাদ্দ চাইবেন;

(৫) ধান সংগ্রহের পিছিয়ে পড়া বিভাগসমূহ যথাঃ বরিশাল, সিলেট, ঢাকা, চট্টগ্রাম বিভাগে আন্তঃউপজেলা এবং আন্তঃজেলার সমন্বয়ের মাধ্যমেও যে পরিমাণ ধান ক্রয় করা সম্ভব হবে না তা অবিলম্বে খাদ্য অধিদপ্তরে সমর্পন করতে হবে;

(৬) এ সমন্বিত/অতিরিক্ত বরাদ্দের আওতায় ধান কেনার লক্ষ্যে নতুনভাবে কৃষক তালিকা করার প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটি অতি জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিবে;

স্বাঃ-
(সারোয়ার মাহমুদ)
মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা
ফোনঃ ০২-৯৫৪৮৩৪।

প্রাপক :
১। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
২। জেলা প্রশাসক (সকল)
৩। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)
৪। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (সকল)

স্মারক নম্বর ১৩.০১.০০০০.০৯১.৪৫.১৬৯.১৯.**২০৬/৭১(৩)** তারিখঃ **২৭/০১/২০২০** খ্রি.

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে অনুলিপি

১। সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য।
৩। সিস্টেম এনালিষ্ট, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। পত্রটি খাদ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ করা হলো।

27/01/20
মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা
ফোনঃ ০২-৯৫৫৪৮৩৪।

F:\Internal Procurment\Amon Procurment\Amon 2019-20\Letter to RCF.docx